ঈদ ও ঈদের দিনে করণীয়

মূল

ডা. জাকির নায়েক

www.islamerpath.tk

সূচিপত্র

০১. প্রশ্ন: বিশেষ ব্যবহৃত শব্দ “ঈদ ” এর সংজ্ঞা দেবেন কি?/০৩

০২. প্রশ্ন: ঈদের নামাজের ব্যাপারে সিদ্ধান্তগুলো কী?/০৪

০৩. প্রশ্ন: ঈদের দিন কত সকাল থেকে এবং সর্বশেষ কোন সময়ে নামাজ আদায় করা যাবে? (ঈদের নামাজ)/০৫

০৪. প্রশ্ন: ঈদের নামাজ পড়ার সহীহ-শুদ্ধ পদ্ধতি কেমন?/০৬

০৫. প্রশ্ন: ঈদের নামাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ কতখানি গুরুত্বপূর্ণ?/০৮

০৬. প্রশ্ন: যদি কোনো ব্যক্তি ঈদের নামাজে যোগ দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে তার কী করা উচিত?/০৯

০৭. প্রশ্ন: ঈদের দিন এক মুসলমান অপর মুসলমানকে কিভাবে অভ্যর্থনা জানান উচিত? এক্ষেত্রে ‘ঈদ মুবারক ’ বলাটা কতখানি যৌক্তিক?/০৯

০৮. প্রশ্ন: ঈদের দিনে কী কী কাজ করাকে উৎসাহিত করা হয়েছে বা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে?/১০

০৯. প্রশ্ন: ঈদের দিন গান, বাদ্য, আনন্দ ফূর্তি ইত্যাদি করা কী অনুমোদিত?/১২

১০. প্রশ্ন: ঈদ পালন করার সময় মুসলমানরা সাধারণত কোন ধরনের ভুলগুলো করে থাকে?/১৩

১১. প্রশ্ন: মুসলমানদের জন্যে ঈদগাহে গিয়ে ঈদের নামাজ পড়া কি বাধ্যতামূলক, না কি মসজিদেও এই নামাজ পড়া যাবে?/১৪

১. প্রশ্ন: বিশেষ ব্যবহৃত শব্দ "ঈদ " এর সংজ্ঞা দেবেন কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক:

ঈদ এমন একটি শব্দ যার অর্থ হলো এমন কোনো কিছু যেটি নিয়মিত ঘটে থাকে। অন্য অর্থ হলো ফিরে আসা, পুনরায় ঘটা ইত্যাদি। সংক্ষেপে হলো একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আবার ঈদ শব্দটিকে একটি বিশেষ জায়গাকে বোঝান যেতে পারে যেখানে মুসলমানরা একটি নির্দিষ্ট সময় পরপর মিলিত হয় এবং বিশেষ ধর্মীয় কার্য সম্পাদন করে থাকে। অর্থাৎ ঈদ হলো এক ধরনের বিশেষ সমাবেশ। মুসলমানরা প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট সময়ে এই সমাবেশে ফিরে আসে সেই কারণে এটাকে ঈদ বলা হয়। এ ব্যাপারে ইবনুল আরাবী বলেছেন, এই বিশেষ সমাবেশকে ঈদ বলা হয়, কারণ প্রতিবছর মুসলমানদের সমাবেশের ঘটনা ঘটে থাকে।

অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা বলেছেন ঈদ শব্দটি আরবি 'আদাহ ' হতে এসেছে যার অর্থ-রীতি, ঐতিহ্য ইত্যাদি। এছাড়া হাদীস অনুযায়ী ঈদের সংজ্ঞা পাওয়া যায়। যেমন বর্ণিত আছে যে, "কোনো একদিন মুহাম্মদ (সঃ) মদীনায় প্রবেশ করলেন এবং এর আগে জাহেলিয়াত যুগে সেখানে বছরে দুইটি দিনকে আনন্দ উল্লাসের সাথে পালন করা হতো। তাদের একটি হলো- নেহরাজ এবং অপরটি হলো 'মাহরাজান '। বর্তমানে আল্লাহ ঐ দুটি দিনকে অন্য দুইটি দিন দ্বারা প্রতিস্থাপন করে দিয়েছেন। যেটি পূর্বের তুলনায় অধিক উত্তম। একটি হলো নহরের দিন অর্থাৎ কুরবানির দিন এবং অপরটি ঈদুল ফিতরের দিন এবং এই দুইটি দিন দ্বারা দুই ঈদের দিনকে বোঝান হয়েছে। " (মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১২০০৬)

সুতরাং এই হাদীস থেকে এটা স্পষ্ট যে, ঈদ অর্থ আনন্দ, উল্লাস ইত্যাদি।

২. প্রশ্ন: ঈদের নামাজের ব্যাপারে সিদ্ধান্তগুলো কী?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক:

" আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, দুইটি দিনে রোযা রাখা নিষিদ্ধ। একটি হলো ঈদুল ফিতর এবং অপরটি ঈদুল আযহা। " (মুসলিম, অধ্যায় রোযা, হাদীস নং ২৫৩৪)

ঈদের নামাজের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়। ইমাম শাফী ও ইমাম মালিকদের মতে ঈদের নামাজ হলো সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ; মুস্তাহাব।

তারা এই মতামত দিয়েছেন নিম্নোক্ত হাদীসের উপর ভিত্তি করে। হাদীসটি হলো- "পাঁচ ওয়াক্ত নির্দেশিত নামাজের বাইরে আল্লাহ তা ' আলা আর কোনো নামাজ আমাদের জন্যে ফরজ করেন নি। " (আল মুগনি, পৃ. ২২৩)

সুতরাং দুই ঈদের নামাজ হলো সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। ইমাম হাম্বলি বলেছেন, এটি ফরজে কিফায়া অর্থাৎ কোনো সম্প্রাদায়ের কিছু লোক এই নামাজ আদায় করলেই যথেষ্ট। সকলের জন্যে বাধ্যতামূলক নয়। তৃতীয় মত হলো, ইমাম আবূ হানিফা (রঃ) বলেন, এটি ফরজ এবং ইবনে তাইমিয়াও বলেছেন, ঈদের নামাজ ফরজ। তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কুরআনের উপর ভিত্তি করে।

অর্থ: "আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ুন এবং কুরবানি করুন। " (সুরা-কাউছার, আয়াত ২)

সুতরাং তারা বলেন যে, দুই ঈদের নামাজ আদায় করা ফরজ এবং অনেক হাদীস রয়েছে যেখানে মুহাম্মদ (সঃ) মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাদের উচিত ঈদের নামাজ আদায় করা এবং এটি শুধু সাধারণ মুসলিমদেরকেই বলা হয় নি বরং

ঋতুবতী নারীদের ক্ষেত্রেও এমনটি বলেছেন যে, তাদেরকেও ঈদের মাঠে যেতে হবে যদিও তারা নামাজ আদায় করতে পারবে না।

মহানবী (সঃ) বলেছেন, "মহিলাদের কমপক্ষে ঈদের নামাজের স্থানে যাওয়া উচিত এবং শিশুদেরও ঈদে যাওয়া উচিত.....। " (বুখারী, অধ্যায় সালাত, হাদীস নং ৩৫১ ও ৩২৪)

সুতরাং হাদীসগুলোর উপর ভিত্তি করে আবূ হানিফা এবং ইবনে তাইমিয়া ঈদের নামাজ ফরজ বলে মতামত দিয়েছেন। মহানবী এরশাদ করেন, আমাদের একই সাথে দুইটি ঈদ অতিবাহিত করছি। একটি হলো ঈদুল ফিতর এবং যুমআর সালাত। অতঃপর ঈদের সালাত আদায় শেষে তিনি বললেন, যারা যুমআর নামাজ আদায় করেনি তারা ইচ্ছা করলে আর আদায় করার দরকার নেই। " (আবূ দাউদ, অধ্যায় সালাত, হাদীস নং ১০৬৮)

এটা নির্দেশ করে যে যেহেতু ঈদের নামাজ আদায় কর হয়েছে, তাই যুমআর নামাজ আদায় না করলেও চলবে। যদিও যুমআর নামাজ নির্দেশিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সুতরাং হাদীস থেকে এটা নির্দেশিত হয় যে, ঈদের নামাজ ফরজ এবং আমি নিজে এই মতের সাথে একমত।

৩. প্রশ্ন: ঈদের দিন কত সকাল থেকে এবং সর্বশেষ কোন সময়ে নামাজ আদায় করা যাবে? (ঈদের নামাজ)

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক:

সকালে সূর্য যখন দিগন্ত থেকে প্রায় তিন মিটার উপরে থাকে এবং সেটি যখন মধ্যাহ্নে পৌঁছে, এই সময়ের ভিতরে যেকোনো মহূর্তে ঈদের সালাত আদায় করা যাবে। অধিকাংশ ইসলামী চিন্তাবিদ বলেন যে, ঈদের নামাজের সময় শুরু হয় সূর্যোদয় হতে এবং সূর্যের সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত তা বহাল থাকবে। হাদীসে এসেছে, "কোন এক সময় আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর মুহাম্মদ (সঃ) এর সাথে ছিলেন এবং তিনি সেখান থেকে ঈদুল ফিতর কিংবা ঈদুল আজহার সালাত আদায় করতে গেলেন এবং তিনি এটা পছন্দ করলেন না যে, ইমামের নামাজে দাঁড়াতে দেরি করা উচিত। " (আবূ দাউদ, অধ্যায় সালাত, হাদীস নং ১১৩১)

সুতরাং সকাল সকাল নামাজ আদায় করে নেওয়া উত্তম। ইবনে কুদামা তার বইতে লিখেছেন যে, "পবিত্র ঈদুল আজহার নামাজের ক্ষেত্রে, যত তাড়াতাড়ি আদায় করা যায় ততই উত্তম এবং ঈদুল ফিতরের নামাজের ক্ষেত্রে একটু দেরি করা উচিত। কেননা ঈদুল ফিতরের দিনে লোকেরা সকাল বেলা ফিতরা, দান খয়রাত ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকে। সুতরাং এগুলো হলো ঈদের নামাজ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত। (আল মুগনি, খণ্ড ২, পৃঃ ২২৪)

৪. প্রশ্ন: ঈদের নামাজ পড়ার সহীহ-শুদ্ধ পদ্ধতি কেমন?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ:

* কুরআন এবং হাদীসের নির্দেশ অনুযায়ী ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহার নামাজ অবশ্যই দুই রাকআত আদায় করতে হবে। একটি হাদীসে ওমর (রাঃ) বলেছেন, মুসাফিরের জন্যে নামাজ দুই রাকাত। ঈদের নামাজ দুই রাকাআত এবং জুমার নামাজ দুই রাকাআত এবং এগুলো মুহাম্মদ (সঃ)-এর নিকট থেকে এসেছে। " (সুনানে বায়হাকি, অধ্যায় জুমা ' আ, হাদীস নং ৫৭১৯)

সুতরাং ঈদের নামাজ দুই রাকাআত পড়তে হবে।

* ঈদের নামাজের জন্যে কোনো আযান এবং ইক্বামাতের দরকার নেই। সাহাবী যাবির ইবনে সামুরা বর্ণনা করেছেন, "তিনি মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাথে এক কিংবা দুইবার উভয় ঈদ পালন করেছেন এবং সেই সালাতে কোনো আযান এবং ইক্বামাত ছিলো না। " (আবু দাউদ, অধ্যায় সালাত, হাদীস নং ১১৫৫)

* ঈদের নামাজ আদায় করা শুরু করলে আদায়কারীকে প্রথমে 'তাকবীর আল ইহরাম ' বলা উচিৎ অর্থাৎ আল্লাহু আকবার এবং প্রথম রাকাআতে এটি সাত বার অনুসরণ করতে হবে এবং দ্বিতীয় রাকাআতে 'পাঁচ তাকবীর ' বলতে হবে। এগুলো আমরা সহীহ হাদীস থেকে জানতে পেরেছি। আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, "মুহাম্মদ (সঃ) ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার নামাজ আদায় করতেন এবং তিনি প্রথম রাকাআতে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাআতে পাঁচ তাকবীর বলতেন। " (আবু দাউদ, অধ্যায় সালাত, হাদীস নং ১১৪৫, ১১৪৬)

এরপর পড়তে হবে আউযুবিল্লাহ ..... রহমানির রহিম এবং তারপর সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। প্রথম রাকাআতে ফাতিহার পরে সূরা কাফ এবং দ্বিতীয় রাকাআতে ফাতিহার পরে সূরা কামার অথবা প্রথম রাকাআতে সূরা আলা ' এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা গশিয়াহ ' পড়তে হবে এবং এই উভয়ই সহীহ হাদীস থেকে গৃহীত। কিন্তু এই দুটি ছাড়া অন্য সূরা দ্বারা নামাজ পড়লেও নামাজ গৃহীত হবে, সে ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা নেই। তবে হাদীসে উল্লিখিত সূরা দ্বারা নামাজ আদায় করা সুন্নাত।

* ঈদের সালাত আদায়ের পরে খুৎবা দিতে হবে। হাদীসে উল্লেখ আছে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, "মুহাম্মদ (সঃ) ওমর (রাঃ) আবু বকর (রাঃ) ও উসমান (রাঃ) এর সাথে ঈদের নামাজ আদায় করেছেন। তাদের সকলেই প্রথমে ঈদের নামাজ আদায় করেছেন তারপরে খুৎবা পাঠ করেছেন। " (বুখারী, অধ্যায় ঈদ, হাদীস নং ৯৬২)

সহীহ হাদীস শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে যে, "মুহাম্মদ (সঃ) ঈদের সালাত আদায় করার পরে এবং খুৎবা পড়ার আগে বলতেন যে, তোমাদের মধ্যে যারা খুৎবা শুনতে চাও, তারা শুনতে পারো। আর যারা শুনতে চাও না তারা যেতে পারো। " (আবু দাউদ, অধ্যায় সালাত, হাদীস নং ১১৫১)

কিন্তু বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, অধিকাংশ সময় ইমামরা বলেন যে, আপনারা কেউ উঠবেন না। এবং তিনি মুসল্লিদেরকে চলে যাওয়া থেকে বিরত রাখেন এবং এটাও বলেন যে, চলে যাওয়া হারাম। এগুলো খুবই অন্যায় কথা। তবে খুৎবা শ্রবণ করা উত্তম কিন্তু সেখানে ইচ্ছা অনিচ্ছার সুযোগ রয়েছে।

যেমনটি আছে, জুমার দিনে আগে ঈদের নামাজ আদায় করলে পরে জুমার নামাজ আদায় করা আর না করা ঔচ্ছিক ব্যাপার। সুতরাং এগুলোই ঈদের নামাজের পদ্ধতি। (আবু দাউদ, অধ্যায় সালাত, হাদীস নং ১০৬৮)

৫. প্রশ্ন: ঈদের নামাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ কতখানি গুরুত্বপূর্ণ?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক:

ঈদের নামাজ প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে বাধ্যতামূলক, এমনকি শিশু ও নারীদের জন্যেও, যদিও হোক সে ঋতুমতী। হাদীসে বর্ণিত আছে, উম্মে আতিয়া (রাঃ) বলেন, আমরা নির্দেশিত হয়েছিলাম যে প্রত্যেক নারীকে ঈদের নামাজের জন্যে যেতে হবে যদিও সে ঋতুমতী হয়। যদিও ঋতুমতী নারীরা ঈদের নামাজে যাবে কিন্তু তাদের সেখান থেকে দূরে থাকা উচিত। " (বুখারী, অধ্যায় সালাত, হাদীস নং ৩৫১)

মুছান্নাফ ইবনে শায়বার ৫৭৮৬ নং হাদীসে বলা হয়েছে যে, “ইবনে ওমর ঈদের দিনে তার পরিবারের সকলকে নিয়ে ঈদের নামাজ আদায় করতে যেতেন। ” সুতরাং ঋতুমতী হওয়া সত্ত্বেও নারীদের ঈদের মাঠে যাওয়া উচিত।

৬. প্রশ্ন: যদি কোনো ব্যক্তি ঈদের নামাজে যোগ দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে তার কী করা উচিত?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক:

যদি কোনো ব্যক্তি ঈদের নামাজে যোগ দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে তার উচিত যত দ্রুত সম্ভব আদায় করা। বুখারী শরীফের সালাত অধ্যায়ের ২৫ নং হাদীসে বর্ণিত আছে যে, “যদি কোনো ব্যক্তি ঈদের জামায়াতে যোগ দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে তার কী করা উচিত? উত্তরে বলা হলো, যতদ্রুত সম্ভব ঈদের নামাজ আদায় করে নেবে। ”

আরো বর্ণিত আছে, “কিছু লোক মহানবী (সঃ)-এর নিকট এসে বললো, আমরা গত কাল নতুন চাঁদ দেখেছি। তখন মুহাম্মদ (সঃ) বললেন, রোযা ভঙ্গ করো এবং আগামী কাল ঈদের নামাজ আদায় করে নিবে। ” (আবু দাউদ, অধ্যায় সালাত, হাদীস নং ১১৫৩)

অর্থাৎ যদি কেউ যৌক্তিক কারণে ঈদের জামায়াত মিস করে তবে যতদ্রুত সম্ভব সেটি আদায় করে নেওয়া উচিত।

৭. প্রশ্ন: ঈদের দিন এক মুসলমান অপর মুসলমানকে কিভাবে অভ্যর্থনা জানান উচিত? এক্ষেত্রে ‘ঈদ মুবারক ’ বলাটা কতখানি যৌক্তিক?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক:

ঈদের দিনে অপরকে অভ্যর্থনা জানানোর সুন্নতি মাধ্যম হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, "মুহাম্মদ (সঃ) এর সাহাবিরা ঈদের দিন একে অপরকে অভ্যর্থনা জানাতে "তাকাব্বাল্লাহু মিন্নাহু মিনকুম " বাক্যটি ব্যবহার করতো। " (ফাতহুল বারি, অধ্যায়-২, পৃ. ৪৪৬)

যেহেতু রমজান মাসে রোযা রাখা, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা ক্ষমা প্রার্থনা এবং দু ' আ করা হয়। সেহেতু যখন রমযান মাস সমাপ্ত হয়ে যায় তখন একে অপরকে এই বলে অর্ভ্যথনা করা হয় যে, "আল্লাহ তোমাদেরকে এবং আমাদের থেকে গ্রহণ করুন। " এটিই হলো ঈদের দিনে একে অপরকে অভ্যর্থনার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। ঈদ মুবারক শব্দটি বিশেষত উপমহাদেশের দেশগুলোতে ব্যবহৃত হয়। মুবারক শব্দটির অর্থ দয়া। সুতরাং ঈদ মুবারক শব্দের অর্থ হলো- দিনটি দয়াপূর্ণ হোক। এবং এটাকে তারা অভ্যর্থনা হিসাবে ব্যবহার করে। সুতরাং ঈদ মুবারক শব্দটি অভ্যর্থনা হিসাবে ব্যবহার করা সুন্নাত সম্মত নয়। কিন্তু এটি বলা হারাম কিংবা মাকরূহ নয় বরং এটি মুবাহ ঐচ্ছিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তবে অভ্যর্থনা হিসাবে ঈদের দিনে যেটি ব্যবহার করা উচিত সেটি হলো- "তাকাব্বাল্লাহু মিন্নাহু মিনকুম " এবং এটাই হলো সুন্নাত।

৮. প্রশ্ন: ঈদের দিনে কী কী কাজ করাকে উৎসাহিত করা হয়েছে বা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক:

ঈদের দিনে যে সকল কাজ করতে হবে সেগুলো হলো:

* গোসল করতে হবে। আল মুয়াত্তার ৪২৮ নম্বর হাদীসে উল্লেখ আছে যে, “আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ঈদের নামাজের পূর্বে গোসল করতেন। ” সুতরাং ঈদের নামাজের পূর্বে গোসল করা সুন্নাত।

* পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং উত্তম জামা কাপড় পরিধান করা সুন্নাত।

* মুহাম্মদ (সঃ) ঈদের নামাজের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার সময় খেজুর খেতেন। হাদীসে বর্ণিত আছে, “মুহাম্মদ (সঃ) ঈদের নামাজের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বে খেজুর খেতেন। ” (বুখারী, অধ্যায় ঈদ, হাদীস নং ৯৫৩)

* ঈদের নামাজ ঈদগাহে পড়া উচিত। বুখারী শরীফে উল্লেখ আছে যে, “মুহাম্মদ (সঃ) ঈদের দিন নামাজ আদায় করার জন্যে ঈদগাহে যেতেন। ” (অধ্যায় ঈদ, হাদীস নং ৯৫৬)

সুতরাং ঈদগাহে নামাজ আদায় করা সুন্নাত অন্যথায় এই নামাজ মসজিদে আদায় করতে হবে। আরেকটি হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, “মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, মসজিদে নববীতে নামাজ আদায় করা মসজিদুল হারা ব্যতীত অন্যান্য যেকোনো মসজিদে নামাজ আদায় করার তুলনায় এক হাজার গুণ উত্তম। তথাপি তিনি ঈদের নামাজ আদায় করার জন্যে মসজিদ ত্যাগ করে ঈদগাহে যেতেন। ” (বুখারী, অধ্যায় হারামাইন, হাদীস নং ১১৯০)

আরো উল্লেখ আছে যে, “মুহাম্মদ (সঃ) ঈদগাহ থেকে বাড়ী ফেরার পথে ভিন্ন রাস্তা ব্যবহার করতেন অর্থাৎ যাওয়ার সময় এক রাস্তা ব্যবহার করতেন এবং ফিরে আসার সময় অন্য রাস্তা দিয়ে আসতেন। ” (বুখারী অধ্যায় ঈদ, হাদীস নং ৯৮৬)

* সকাল সকাল ঈদের নামাজ পড়তে যাওয়া উচিত।

* হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, “মুহাম্মদ (সঃ) পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যেতেন। ” (বুখারী অধ্যায় ঈদ, হাদীস নং ৫৩০) সুতরাং পায়ে হেঁটে যাওয়া সুন্নাত। সিলসিলা আল নাহিয়ান গ্রন্থের ১৭১ নম্বার হাদীসে উল্লেখ আছে যে, “মুহাম্মদ (সঃ) ঈদের দিন বাড়ী হতে বের হয়ে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাকবীর/তালবিয়া পাঠ করতেন। ” এবং সর্বোত্তম তালবিয়া হলো সেটি, যেটা ইবনে মাসউদ (রাঃ) পাঠ করতেন বলে হাদীসে উল্লেখ আছে। বর্ণিত আছে, “ইবনে মাসউদ (রাঃ) নিম্নের তাকবীর পাঠ করতেন। তাহলো আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ। ” (দার আল কুতনি এবং মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, হাদীস নং ৫৬৬০)

সুতরাং আমাদেরও এটা পাঠ করা উচিত। অতএব এগুলোই হলো ঈদের দিনে পালনীয় কর্মসমূহ।

৯. প্রশ্ন: ঈদের দিন গান, বাদ্য, আনন্দ ফূর্তি ইত্যাদি করা কী অনুমোদিত?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক:

ইসলামী শরীয়তের সীমানার আওতায় এগুলো করার অনুমোদন আছে। বর্ণিত আছে যে, “পূর্বে মদীনাবাসী দুইটি দিনে আনন্দ ফূর্তি উদযাপন করতো এবং আল্লাহ তায়ালা ঐ দুটি দিনকে পরে দুইটি ঈদ দ্বারা প্রতিস্থাপন করে দিয়েছেন। ” (সুনানে নাসাঈ, অধ্যায় ঈদ, হাদীস নং ১৫৫৭)

ঈদের দিনে গান বাদ্য করার ব্যাপারে হাদীসে উল্লেখ আছে যে, “আয়েশা (রাঃ) বলেন, ঈদের দিনে লোকেরা খেলাধূলা করতো এবং গান গাইতো। ” অর্থাৎ ঈদের দিনে এগুলো হতে পারে। (বুখারী, অধ্যায় ঈদ, হাদীস নং ৯৫০)

আরেকটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, ঈদের দিনে দুটি আনসারি তরুণী গান গাচ্ছিল। এমতাবস্থায় আবূ বকর (রাঃ) সেখানে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, তোমরা গান গাচ্ছো তাও আবার মুহাম্মদ (সঃ)-এর বাড়ীতে? অতঃপর তিনি তাদেরকে গাইতে দাও। কারণ আজ ঈদের দিন। " (বুখারী, অধ্যায় ঈদ, হাদীস নং ৯৫২)

সুতরাং সীমিত আকারে গান হতে পারে কিন্তু ইন্সট্রুমেন্ট, বাদ্য ইত্যাদি বাজান হারাম এবং ইসলামী সংগীত গাইতে কোনো সমস্যা নেই। মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, "আজ হলো ঈদের দিন। সুতরাং খাও এবং পান করো। " অতএব, সীমিত আকারে গান, আনন্দ-ফূর্তি করা যেতে পারে। (মুসলিম, অধ্যায় ঈদ, হাদীস নং ২৫৩৯ ও ২৫৪০)

১০. প্রশ্ন: ঈদ পালন করার সময় মুসলমানরা সাধারণত কোন ধরনের ভুলগুলো করে থাকে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক:

এক্ষেত্রে অনেক ধরনের ভুল করে থাকে। এগুলো করা হয় যথার্থ জ্ঞানের অভাব কিংবা গুরুত্ব না দেয়ার কারণে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অনেকেই ঈদের জামায়াতে যোগ দেয় না। মেয়েদের সাথে বেশি মেলামেশা করে, ঈদের মাঠে গল্প গুজব করে, মেয়েরা সুগন্ধি মেখে ঈদের মাঠে আসে হিযাব ব্যবহার করে না। গান বাদ্য করে, সিনেমা দেখে ইত্যাদি। হাদীসে বলা হয়েছে, "যদি কোনো নারী সুগন্ধি ব্যবহার করে এবং তা যদি কোন ব্যক্তি ঘ্রাণ নেয় তবে তা ব্যভিচার বলে গণ্য হবে। " (নাসাঈ, অধ্যায় জিনাহ, হাদীস নং ৫১২৯)

সুতরাং নারীদেরকে এটা ত্যাগ করতে হবে। বুখারী শরীফের পানাহার অধ্যায়ের ৫৫৯০ নম্বর হাদীসে উল্লেখ আছে যে, "মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, এমন একটি সময়

আসবে যখন আমার উম্মতের কিছু লোক বলবে যে, অবৈধ যৌন সম্পর্ক, মদ্যপান, রেশমী কাপড় পরিধান এবং উগ্র উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী বাদ্য শোনা হালাল। " সুতরাং আমরা যেন সেই দলের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যাই সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

* অনেক লোক মনে করে যে, রমযান একটি বোঝা এবং এই মাসটি অতিবাহিত হয়ে গেলে তারা খুব বেশি খুশি হয়। কিন্তু এ রকম ধারণা করা উচিত নয় বরং পুরো রমযান মাসটি সুস্থতার সাথে অতিবাহিত করতে পারার জন্যে আল্লাহর কাছে বেশি করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে।

সুতরাং বর্ণিত ভুলগুলো এড়িয়ে চলতে হবে।

১১. প্রশ্ন: মুসলমানদের জন্যে ঈদগাহে গিয়ে ঈদের নামাজ পড়া কি বাধ্যতামূলক, না কি মসজিদেও এই নামাজ পড়া যাবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক:

মুহাম্মদ (সঃ) ঈদের নামাজ ঈদগাহে যেয়ে পড়ার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, "মুহাম্মদ (সঃ) ঈদগাহে যেতেন এবং ঈদের নামাজ আদায় করতেন। " (বুখারী অধ্যায় ঈদ, হাদীস নং ৯৫৬)

এছাড়া ঈদগাহে গিয়ে নামাজ আদায় করার ব্যাপারে একাধিক হাদীস রয়েছে; ইমাম আবু হানিফা, মালিক এবং ইমাম হাম্বল (রঃ) বলেন, ঈদের নামাজ ঈদগাহে গিয়ে আদায় করা জরুরি। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, যদি মসজিদ এ রকম বড় হয় যে, সেটি অত্র এলাকার সকল মুসল্লিকে ধারণ করতে পারে তবে ঈদগাহে নামাজ আদায় করতে পারে তবে ঈদগাহের দরকার নেই। কিন্তু মুহাম্মদ (সঃ) নিজের মসজিদ ছেড়ে ঈদের দিন তিনি ঈদগাহে নামাজ আদায় করতে যেতেন, যেটি এই অধ্যায়ের প্রথম

দিকের একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি মসজিদে নববীর চেয়ে ঈদগাহে ঈদের নামাজ আদায় করার উত্তম স্থান বলে পছন্দ করেছেন। সুতরাং ঈদগাহে নামাজ আদায় করা উত্তম। কিন্তু যদি কোনো যৌক্তিক অসুবিধা থাকে, তবে ঈদের নামাজ মসজিদে আদায় করা যেতে পারে। যেমনটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, "কোনো একবার বৃষ্টির কারণে মুহাম্মদ (সঃ) মসজিদে ঈদের নামাজ আদায় করেন। " (মুসতাদরাক আল হাকিম, সালাতুল ঈদ, ১০৯৪)

সুতরাং গুরুতর কারণে মসজিদে ঈদের নামাজ আদায় করা যাবে কিন্তু ঈদগাহে গিয়ে আদায় করা অধিক উত্তম।

সমাপ্ত